গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ২৮ সংখ্যা | ২০ - ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি

দেশের মানুষকে কার্যত অন্ধকারে রাখা হল

সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান যুগে অবাধ বাণিজ্য বলে যে কিছু হয় না, কোনও রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে অন্য কোনও রাষ্ট্রনেতার সম্পর্ক কেমন, কে কাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে পরিচয় দেন কিংবা দেখা হলে কত জোরে জড়িয়ে ধরেন, এ সব কোনও কিছু দিয়েই যে বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি হয় না, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাস্তবে পুঁজির জোর যার যত বেশি, সে থাকে ততখানি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। ভারত-মার্কিন চুক্তিতে আমেরিকার ভূমিকা সেই নিয়ন্ত্রকেরই। তাই যৌথ কোনও ঘোষণার পরিবর্তে চুক্তির সব কিছু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই ঘোষণা করলেন। এমনকি ভারত কী কী কিনতে রাজি হয়েছে তা-ও ট্রাম্পই বলে দিলেন। চুক্তিতে আমেরিকার কাছে ভারতের নতিস্বীকার একেবারেই নগ্ন। যদিও এই চুক্তির ফলে ভারতের কৃষক সমাজ সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষ বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে, কিন্তু এতে দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা লাভবান হবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা যাক। প্রথমে ভারতের সঙ্গে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি আটকাতে ২৫ শতাংশ এবং পরে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির অজুহাতে আরও ২৫ শতাংশ, মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে যায় দেশের শিল্পমহলে। কারণ ভারতীয় রফতানির ১৮ শতাংশ যায় আমেরিকায়, যা বিদেশে মোট রফতানির সর্বোচ্চ। তার পর দীর্ঘ দর কষাকষি, বাস্তবে যা ভারতের উপর মার্কিন পুঁজির চাপ ছাড়া কিছু নয়, শেষে ১৮ শতাংশ শুল্ক মেনে নিয়ে ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ভারত ৫০,০০০ কোটি ডলারের পণ্য ও পরিষেবা আমেরিকা থেকে কিনতে 'দায়বদ্ধ' বলে খত দিতে বাধ্য হয়। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে আমেরিকা থেকে এ দেশে আমদানি হয়েছে মাত্র ৪১৮০ কোটি ডলারের পণ্য। অন্য দিকে আমেরিকার সমস্ত শিল্পজাত পণ্য এবং সে দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্যের বড় অংশের উপর ভারত হয় আমদানি শুল্ক তুলে দিয়েছে, নয় অনেকখানিই কমিয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভারতীয় পণ্যে চড়া শুল্কের চাপ দিয়ে ভারতীয় বাজার মার্কিন পণ্যের জন্য খুলে দেওয়ানোর উদ্দেশ্যেই ছিল ট্রাম্পের এই শুল্ক-হুমকি।

আমেরিকার থেকে ভারতের আমদানি তিন গুণ বাড়বে

স্বাভাবিক ভাবেই দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে যে, চুক্তিতে যে

দুয়ের পাতায় দেখুন

শুধুই সংখ্যাতত্ত্বের কারসাজি

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেট

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ গতবারের থেকেও ১০ শতাংশ বাড়ানোর যে কথা বলেছেন, তা সর্বৈব অসত্য। কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে ২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস। তিনি বলেন, বাস্তবে এ বছর আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ এবং গবেষণা খাতে বরাদ্দ অর্থকে স্বাস্থ্য বাজেটের মধ্যে যুক্ত করে ধরা হয়েছে। তা বাদ দিলে সর্বসাকুল্যে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়ায় ৯৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। যা গতবারের প্রাথমিক অর্থ বরাদ্দের চেয়ে ৩.৬৯ শতাংশ কম। যদিও প্রতি বছরই প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ পরবর্তী কালে ১০ থেকে ১২ শতাংশ কমে যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। ফলে প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দকৃত এই অর্থ আরও কমবে। ইতিমধ্যেই টাকার যা অবমূল্যায়ন হয়েছে, তা ধরলে স্বাস্থ্যখাতের এই বরাদ্দ কার্যত বহুগুণ কমানো হল। জনস্বাস্থ্যের উপর যার প্রভাব মারাত্মক

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মঘটের সাফল্যে মেহনতি মানুষকে অভিনন্দন এআইইউটিইউসি-র

এআইইউটিইউসি, নানা সর্বভারতীয় ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন সহ ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট ও পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ধর্মঘট সফল করার জন্য এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে শ্রমজীবী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শ্রমিকবিরোধী, জনবিরোধী ও একচেটিয়া কারবারিদের স্বার্থবাহী ৪টি কালা শ্রম কোড সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে ডাকা এই ধর্মঘটের প্রতি সংযুক্ত কিসান সভা এবং বিভিন্ন কৃষক সংগঠনও সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছে।

এ দিন অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বন্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি দফতরগুলিতে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল সামান্য। বেশির ভাগ রাজ্যে সড়ক পরিবহণ স্তব্ধ ও দোকানপাট বন্ধ ছিল। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা ও স্কিমকর্মীরাও ব্যাপক সংখ্যায় ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল এ দিন। গোটা দেশেই ধর্মঘটের প্রতি জনসাধারণের প্রবল ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লক্ষ করা গেছে।

ধর্মঘটের দিন হাওড়ায় ব্যাঙ্কের সামনে পিকেটিং

ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য সরকারি প্রশাসনের বর্বর

চারের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য জনগণকে বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র অভিনন্দন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল 'বাসদ (মার্ক্সবাদী)'-র সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা ১৪ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন,

"ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হয়েছে। জনগণ দীর্ঘদিন পর তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। আমাদের দল বাসদ (মার্ক্সবাদী) এবারই নিবন্ধন পেয়েছে এবং এই নির্বাচনে ৩৪ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমরা নির্বাচনের সামগ্রিক প্রচারের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্যটি আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। লিফলেট, সভা-সমাবেশ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের মধ্য দিয়ে আমরা যে বক্তব্য তুলে ধরেছি আপনারা তা ধৈর্য ধরে শুনেছেন, মতামত রেখেছেন। অর্থ দিয়ে, সাহস দিয়ে, আমাদের সাথে প্রচারে যুক্ত হয়ে সহযোগিতা করেছেন। এ জন্য দলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

আমরা আপনাদের কাছে এই আবেদন করছি যে, আপনারা অভিভাবকের মতো আমাদের নেতাকর্মীদের দেখবেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। তাদের ভুলত্রুটি চোখে পড়লে অবশ্যই কঠোর সমালোচনা করবেন, যাতে আমরা গণআন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি হয়ে উঠতে পারি। আমরা আপনাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকব এবং আপনাদের অধিকার রক্ষার লড়াই করে যাব।"

এক নজরে

- মণিপুর ঃ সমস্যা-সংঘাত জিইয়ে রাখাই লক্ষ্য বিজেপির ... *তিনের পাতায়*
- দক্ষিণ এশীয় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির সম্মেলন ... *পাঁচের পাতায়*
- কলকাতায় প্যালেস্টাইন সংহতি উৎসব ... *আটের পাতায়*

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি

একের পাতার পর

ভাবে আমেরিকা থেকে সমস্ত শিল্পদ্রব্য এবং কৃষিপণ্য আমদানিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে শূন্য শুল্কের কথা বলা হয়েছে, তাতে ভারতীয় কৃষকরা বিরাট ক্ষতির মুখে পড়বেন। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও মার্কিন পণ্য-জোয়ারে ভেসে যাবে। এই চুক্তির ফলে হয়তো কিছু বেশি ভারতীয় পণ্য রফতানি করা সম্ভব হবে এবং তার দ্বারা ভারতীয় বড় বড় কোম্পানিগুলির ব্যবসাও খানিকটা চাঙ্গা হবে। কিন্তু তাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ রামা কৈবর্ত আর রহিম শেখদের কিছুই যাবে-আসবে না।

এই চুক্তিতে ঠিক কী কী পণ্য আমদানি-রফতানি হবে তা আমেরিকা বা ভারত কেউই দেশের মানুষের সামনে স্পষ্ট করেনি। কেন করেনি? কেন এই গোপনীয়তা? সরকারের জনগণের থেকে কী আড়াল করতে চাইছে বিজেপি নেতাদের তার স্পষ্ট জবাব দিতে হবে। আমদানি-রফতানির যে অঙ্ক ঘোষণা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট, আমেরিকা থেকে ভারতের আমদানি তিনগুণ বেড়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই চুক্তি ভারতের কৃষক, উদ্যোগপতি, ছোট-মাঝারি শিল্প, স্টার্ট আপ, মৎস্যজীবীদের সামনে নতুন সুযোগ তৈরি করবে। আমেরিকার সমস্ত শিল্প পণ্য আমদানিতে ভারত ছাড়পত্র দিয়েছে। এ কথা কে না জানে যে, সর্বোচ্চ মানের প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে মার্কিন পণ্যের মান অনেক উন্নত। সেই উন্নত মানের পণ্য বিনা শুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে যদি ভারতের বাজারে ঢোকে তবে ভারতের উদ্যোগপতি, ছোট-মাঝারি শিল্প এবং স্টার্ট আপগুলি তার দ্বারা কী ভাবে লাভবান হবে? বাস্তবে এই অসম প্রতিযোগিতায় এই সব সংস্থাগুলি দাঁড়াতেই পারবে না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। মার্কিন ব্লেড উৎপাদক সংস্থা জিলেট ভারতে ব্যবসা শুরুর পর ভারতীয় ব্লেড উৎপাদক সংস্থাগুলির কী পরিণতি দাঁড়িয়েছে? প্রায় সবগুলিকেই পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে। একই পরিণতি ঘটবে অন্য ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলিরও।

আমেরিকার অসংখ্য খাদ্য ও কৃষিপণ্যে ভারত আমদানি শুল্ক হয় কমাবে বা একেবারেই তুলে নেবে। আমদানি তালিকায় পশুখাদ্যের পাশাপাশি সয়াবিন তেল, বাদাম, টাটকা ও প্রক্রিয়াজাত ফল, আপেল, তুলো, মদ, ওয়াইন এবং 'অতিরিক্ত' পণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত পণ্য কী কী, তা যৌথ বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, আরও বহু পণ্যই আমদানি করা হবে, যেগুলি গণবিক্ষোভের আশঙ্কায় উভয় দেশের নেতারা এখনই প্রকাশ্যে আনছেন না। এর আগে কোনও বৈদেশিক চুক্তিতে কৃষিক্ষেত্রকে বিদেশি পুঁজির জন্য এ ভাবে খুলে দেওয়া হয়নি।

আমদানি বৃদ্ধির কুফল

আমেরিকা থেকে পশুখাদ্য এবং সয়াবিন তেল আমদানির ফল কী হবে? এখন দেশে পোল্ট্রি-মাছ এবং পশুপালন শিল্পে সয়াবিন, তুলোর বীজ, বাদাম বা তুষ থেকে তেল বের করার পর যে খোল বা কেক তৈরি হয় তা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকায় ভুট্টা থেকে ইথানল তৈরির কারখানার উপজাত পণ্য ডিডিজি (ড্রায়েড ডিস্টিলার্স গ্রেইনস) ও লাল জোয়ার আমদানি ভারতীয় সয়াবিন চাষিদের মারাত্মক ক্ষতির মুখে ফেলবে। কারণ এখন যে দামে যে পুষ্টিগুণের ডি-অয়েলড কেক চাষিদের কিনতে হয়, ডিডিজি তার তুলনায় অনেকটাই সস্তা। একই পরিণতি হবে তুলো এবং আপেল চাষিদের। মার্কিন তুলোর মান অনেক উন্নত হওয়ায় ভারতীয় তুলো চাষিরা পুরোপুরি ধ্বংসের মুখে পড়বে। অন্য দিকে ভারতীয় বস্ত্রের উপর ১৮ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। শর্ত দিয়েছে একমাত্র মার্কিন তুলো থেকে উৎপাদিত বস্ত্রেই শুল্ক ছাড় মিলবে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার সঙ্গে চুক্তির পর ভারতীয় বাজারে অবাধে বিদেশি আপেল ঢুকতে থাকলে কাশ্মীর তথা ভারতীয় লক্ষ লক্ষ আপেল চাষি মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরের আপেল চাষিরা বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করে সরকারের কাছে বিদেশি আপেলে ১০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানোর দাবি জানিয়েছে। আমেরিকার কৃষি সচিব ব্রুক রলিন্স দাবি করেছেন, বাণিজ্য চুক্তির ফলে আমেরিকার কৃষিজাত পণ্য আরও বেশি করে ভারতের বাজারে ঢুকবে। ফলে আমেরিকার গ্রামে নগদ ডলার ঢুকবে। মনে রাখতে হবে, কৃষিজ পণ্যের এই আমদানি-রফতানিতে উভয় দেশের সাধারণ চাষিদের কোনও স্বার্থ নেই। আমেরিকায় কৃষি মূলত বিগ-ফার্মিং তথা বৃহৎ পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর এবং বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভরতুকি নির্ভর। তেমনই ভারতের কৃষিতে ছোট-মাঝারি চাষির ভূমিকা থাকলেও কৃষিপণ্যের রফতানি বাণিজ্যে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। তারা চিরকালই অভাবি বিক্রির শিকার হয়। শিল্পপণ্যের মতোই কৃষিপণ্যের বাণিজ্যও এখন পুরোপুরি বৃহৎ পুঁজির কুক্ষিগত। বৈদেশিক বাণিজ্যের তো কথাই নেই।

বিদেশে রফতানির সুফল নেবে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা

আদানি এবং আম্বানি গ্রুপই মূলত ভারতের বৈদেশিক কৃষি-বাণিজ্যে সরবরাহ শৃঙ্খল, লজিস্টিকস এবং পরিকাঠামোগত সহায়তার মাধ্যমে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। আদানি গ্রুপ যেমন বন্দর পরিচালনা করে, তেমনই তারা বৃহদাকার আধুনিক গুদামঘর নির্মাণ করেছে যেগুলি খাদ্যশস্যের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ এবং দ্রুত আমদানিতে সহায়তা করে। আদানি উইলমার তাদের ব্র্যান্ডের মাধ্যমে ভোজ্য তেল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করে। অন্য দিকে রিলায়েন্স রিটেইল সরাসরি কৃষকদের থেকে পণ্য সংগ্রহ ও খুচরো বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করে, যা বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যের সরবরাহ বাড়ায়। রিলায়েন্স ফ্রেশ বা রিলায়েন্স রিটেইলের মাধ্যমে আম্বানিরা আমদানিকৃত এবং দেশীয় পণ্যের একটি বিশাল সাপ্লাই চেন নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, ভারতীয় যে কৃষিপণ্যই বিদেশে রফতানি হোক, তার সঙ্গে সাধারণ চাষির সুফল পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। এই কোম্পানিগুলি চাষির থেকে সস্তা দামে কৃষিপণ্য কিনে চড়া দামে বিদেশের বাজারে বিক্রি করবে। দেশের মধ্যেও এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্রের চাষিরা যে পেঁয়াজ দু'টাকা কেজি দরে বড় বড় পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের মানুষ সেই পেঁয়াজ ৮০-৫০-৬০ টাকা, কখনও এমনকি ১০০ টাকা কেজি দামে কিনতে বাধ্য হয়। কৃষি কিংবা শিল্প যে কোনও পণ্যের আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ করবে ধনকুবেরদের নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক বাণিজ্যের সিন্ডিকেটগুলি।

ফলে মার্কিন কৃষি ও শিল্প পণ্যের জোয়ারে ভাসবে ভারতীয় বাজার। অর্থনীতির নিয়মে প্রাথমিক ভাবে ভারতীয় ক্রেতারা সাময়িক ভাবে কিছুটা সস্তায় পণ্য কেনার সুযোগ পেলেও, ভারতীয় উৎপাদকরা অসম প্রতিযোগিতায় বাজার ছাড়তে বাধ্য হলেই মার্কিন পণ্যের দাম বাড়বে। তা ছাড়া কোনও পণ্য সস্তায় আমদানি হলেই যে দেশের সাধারণ ক্রেতারা তার সুবিধা পায় না, তার স্পষ্ট উদাহরণ রাশিয়ার সস্তা তেল। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার পর রাশিয়া ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের তুলনায় অনেকখানি সস্তায় তেল বিক্রি করতে রাজি হয়। ভারতীয় কোম্পানিগুলি সেই তেল বিপুল পরিমাণে আমদানি করতে থাকে এবং অস্বাভাবিক রকমের মুনাফা করে। কিন্তু তার কোনও সুবিধা দেশের সাধারণ মানুষ পায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশের কোনও পণ্য যদি বিনা শুল্কে বা অপেক্ষাকৃত সস্তায় আমদানি হয়ও তার সুবিধা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছবে না। লাভের গুড় খেয়ে নেবে বৃহৎপুঁজি নিয়ন্ত্রিত সিন্ডিকেটগুলিই।

ভারত থেকে আমেরিকায় রফতানি হবে ইস্পাত, তামা, গাড়ির যন্ত্রাংশ, বস্ত্র, চামড়া, জুতো, রত্ন-অলঙ্কারের মতো প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার পণ্য। সরকারের উপর এই সব ক্ষেত্রে উৎপাদক এবং রফতানিকারি বৃহৎ কোম্পানিগুলির থেকে চাপ ছিল দ্রুত চুক্তি সম্পন্ন করার।

আমেরিকা এবং ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের চাপেই চুক্তি

দেশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিপন্ন হলেও এই অসম চুক্তির দ্বারা যেহেতু দু-দেশের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা হবে তাই এই চুক্তির পিছনে যেমন মার্কিন ধনকুবেরদের চাপ ছিল তেমনই ভারতীয় ধনকুবেরদের চাপও ছিল। আমেরিকার টালমাটাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো আমেরিকার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আবার রফতানি ক্ষেত্রে ভারতের অতিরিক্ত আমেরিকা নির্ভরতা ভারতকে মার্কিন শর্ত মানতে বাধ্য করেছে ঠিকই, কিন্তু রফতানি বাণিজ্য অব্যাহত রাখতে ভারত সরকারকে প্রয়োজনে জনস্বার্থ বলি দিতে বাধ্য করেছে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা।

ভারত শুধু কৃষি এবং শিল্পপণ্যই আমদানি করবে এমন নয়। বিপুল পরিমাণ তেল, গ্যাস এবং আধুনিক অস্ত্রও কিনবে। অনেকেরই মনে আছে, ট্রাম্প দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরই আমেরিকা পৌঁছেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদিকে পাশে বসিয়ে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৫ থেকে ভারতকে যুদ্ধাস্ত্র বেচার পরিমাণ বাড়াবে আমেরিকা। ভারত আমেরিকা থেকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান সহ কোটি কোটি ডলারের যুদ্ধাস্ত্র কিনবে। দু'দেশের আলোচনায় ঠিক হয়, ভারত আমেরিকা থেকে আরও বেশি পরিমাণে তেল ও গ্যাস কিনবে, যাতে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি কমে আসে। ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, আমেরিকাই ভারতে তেল ও গ্যাস সব থেকে বেশি পরিমাণে জোগান দেবে। ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, রাশিয়া থেকে সস্তা তেল না কিনে চড়া দামে আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলার তেল আমেরিকার মাধ্যমেই কিনতে হবে ভারতকে। শুধু তাই নয়, এত দিন পর্যন্ত আইন ছিল অসামরিক পরমাণু উৎপাদনে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় নিতে হত চুল্লি সরবরাহকারী কোম্পানিকে। সরকার সম্প্রতি এই ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির জন্য ছাড়পত্র ঘোষণা করেছে। তেমনই নতুন আইন এনে দুর্ঘটনার দায় থেকে কোম্পানিকে ছাড় দিয়ে দিল। এর লক্ষ্য যে মার্কিন কোম্পানিগুলি, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কারণ, বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন কোম্পানিগুলিই বহু কোটি টাকার চুল্লি সরবরাহের বরাত পেয়েছে। আবার কোনও রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই রাতারাতি গজিয়ে ওঠা আদানিদের অসামরিক পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি এই ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে এবং তাদের সেই বিদ্যুৎ নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে গণতন্ত্রের ন্যূনতম রীতিনীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে রাতের অন্ধকারে মার্কিন সেনা গ্রেফতার করে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলার তেলখনিগুলির দখল নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ভারতীয় রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ সেই তেলই আমদানি করার অনুমতি পেয়েছে ট্রাম্পের থেকে। বাস্তবে ভারতের জনগণের স্বার্থকে বলি দিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থ রক্ষাই যে এই চুক্তির একমাত্র লক্ষ্য তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থই মূল জনস্বার্থ কোথাও নেই

চুক্তির সূচনায় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, এই চুক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদের কাছে গণতন্ত্রের কোনও মূল্য নেই। পুঁজির নিরঙ্কুশ স্বার্থই ওদের কাছে গণতন্ত্র। মুনাফার প্রয়োজনে এমন কোনও কাজ নেই যা তারা করতে পারে না। আজ শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার লক্ষ্য সমস্ত রকম প্রতিযোগিতায় তার চূড়ান্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রেও আমেরিকার লক্ষ্য ভারতীয় পুঁজিকে শক্তিশালী মার্কিন পুঁজির উপর নির্ভরশীল করে তোলা, ভারতের বাজারকে মার্কিন ধনকুবের গোষ্ঠীর পণ্য বিক্রির খোলা ময়দানে পরিণত করা। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণিরও লক্ষ্য, মার্কিন ঘনিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জায়গায় নিয়ে যাওয়া, ভারতীয় লগ্নিপুঁজির জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির নতুন নতুন বাজারে প্রবেশের জন্য মার্কিন সমর্থন পাওয়া। সব মিলিয়ে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থই মূল, জনস্বার্থ কোথাও নেই, বরং তাদের স্বার্থে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে জনস্বার্থকেও বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

সমাজতন্ত্রে পণ্য উৎপাদন পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন থেকে গুণগতভাবে আলাদা

জে ভি স্ট্যালিন

পণ্য উৎপাদনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চারদিকের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কহীন ভাবা ঠিক নয়। পণ্য উৎপাদন পুঁজিবাদী উৎপাদন থেকে পুরনো। দাস সমাজেও পণ্য উৎপাদন ছিল, দাস সমাজকে তা সেবাও করেছে, ...সামন্তী সমাজেও এর অস্তিত্ব ছিল... তা পুঁজিবাদী উৎপাদনের কোনও কোনও শর্ত সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তা পুঁজিবাদে পরিণত হয়নি। তাহলে, কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, একইভাবে পুঁজিবাদে পরিণত না হয়ে পণ্য উৎপাদন কিছুকালের জন্য আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও কাজে লাগবে না কেন? মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদের মতো আমাদের দেশে পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণহীন সর্বব্যাপক নয়। পণ্য উৎপাদন এখানে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এটা হতে পেরেছে উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা, মজুরি শ্রমের অবলুপ্তি, শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান ইত্যাদি অমোঘ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য।

বলা হয়ে থাকে, উৎপাদন উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানার প্রাধান্য যেহেতু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মজুরি শ্রম ও শোষণের যেহেতু অবসান হয়েছে— তাই পণ্য উৎপাদন নিরর্থক এবং তার অবসান হওয়া উচিত।

এটাও সত্য নয়। আমাদের দেশে বর্তমানে মূলগতভাবে দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন আছে। রাষ্ট্র বা জনসাধারণের মালিকানাধীন উৎপাদন এবং যৌথ খামার উৎপাদন। এই যৌথ খামার উৎপাদনকে জনগণের সম্পত্তি বলা যায় না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য সবই জাতীয় সম্পত্তি। যৌথ খামারে, উৎপাদনের উপকরণ (জমি, যন্ত্রপাতি) রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হলেও, উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন যৌথ খামারের সম্পত্তি। ...

একমাত্র পণ্য হিসাবে ছাড়া যৌথ খামার তার উৎপাদিত দ্রব্য হাতছাড়া করতে চাইবে না। এই দ্রব্যের বিনিময়ে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য তারা পেতে চায়।...

অবশ্য, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিখামার ক্ষেত্র এই দুই মূলগত উৎপাদন ক্ষেত্রের জায়গায় যখন একটা সর্বব্যাপক উৎপাদন ক্ষেত্র থাকবে, সাথে সাথে থাকবে দেশে উৎপাদিত সমস্ত ভোগ্যপণ্য বিক্রি করার অধিকার, তখন জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে মুদ্রা অর্থনীতি সহ পণ্য প্রচলন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, যতক্ষণ দুটো মৌলিক উৎপাদন ক্ষেত্রেরই অস্তিত্ব থাকছে, ততক্ষণ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসাবে পণ্য উৎপাদন ও পণ্য প্রচলন কার্যকর থাকবেই। ...

আমাদের পণ্য উৎপাদন সাধারণ ধরনের নয়, তা বিশেষ ধরনের। এই পণ্য উৎপাদনে পুঁজিপতি নেই। এই পণ্য সমাজতান্ত্রিক উৎপাদকদের (রাষ্ট্র, যৌথ খামার, সমবায়) উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে যুক্ত। এই পণ্য ব্যক্তিগত ভোগের সামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পণ্য তাই কোনও মতেই পুঁজিবাদী উৎপাদনে পরিণত হতে পারে না। এবং 'মুদ্রা অর্থনীতি' সহ এই পণ্য সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে সংহত ও বিকশিত করে।

যে সমস্ত কমরেডরা মনে করেন, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজ পণ্য উৎপাদনকে ধ্বংস করেনি... তাঁরা ভাবছেন, যেহেতু পণ্য উৎপাদন আছে, তাই পুঁজিবাদী উৎপাদন থাকবেই। তাঁরা বুঝতে পারছেন না, আমাদের পণ্য উৎপাদন পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন থেকে গুণগতভাবে আলাদা। ... এখন শ্রমিক শ্রেণি উৎপাদন উপকরণ থেকে বঞ্চিত নয়। বরং, বিপরীতে, তার হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা, সেই উৎপাদন উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের ব্যবস্থায় শ্রমশক্তিকে পণ্য বা শ্রমিককে ভাড়া করার কথা বলা অর্থহীন। যেন, উৎপাদন উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করছে যে শ্রমিক শ্রেণি, সে নিজেই নিজেকে ভাড়া করছে, নিজের কাছে নিজেই শ্রম বিক্রি করছে।

এখন 'প্রয়োজনীয়' ও 'উদ্বৃত্ত' শ্রমের কথা বলাও অর্থহীন। এ ভাবে বললে মনে হতে পারে, ক্ষমতাসীন শ্রমিক শ্রেণির কাছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য শ্রম যতটা প্রয়োজনীয়, উৎপাদনের বিস্তৃতি, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের বিকাশ, প্রতিরক্ষা সংগঠন ইত্যাদির জন্য আমাদের ব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রমদান ততটা প্রয়োজনীয় নয়।

(সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা)

মণিপুর ঃ সমস্যা-সংঘাত জিইয়ে রাখাই লক্ষ্য বিজেপির

এক বছর পার করে অবশেষে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইউমনাম খেমচাঁদ সিংকে বসিয়েছে বিজেপি। উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন দুই বিজেপির বিধায়ক নেমচা কিপজেন এবং নাগা পিপলস ফ্রন্টের বিধায়ক এল দিখো। নেমচা কুকি জনজাতির মহিলা এবং দিখো নাগা জনজাতির থেকে এসেছেন। এ দিকে খেমচাঁদ সিং মেইতেই জনগোষ্ঠীর মানুষ। মনে হতে পারে, মণিপুরে মেইতেই এবং কুকিদের মতো বিবদমান দুই গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় এনে আড়াই বছর ধরে চলা রক্তাক্ত গোষ্ঠী সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে চাইছে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার।

বিক্ষোভ কমেনি

কিন্তু বিক্ষোভের অবসান দূরে থাক, দেখা গেল মন্ত্রিসভা গঠনের পর বিধানসভায় সরকারের আস্থাভোটের দিন কোনও কুকি-জো জনজাতি গোষ্ঠীর বিধায়ক সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। সরকারকে সমর্থন করা তিনজন কুকি বিধায়ক ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁদের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন। আস্থাভোটের কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁদের বিমানে চাপিয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আস্থা ভোটের ঠিক আগে আবার দিল্লি থেকে সরাসরি বিমানে উড়িয়ে ইম্ফলে হাজির করা হল। উল্লেখ্য, আড়াই বছর পর মণিপুরের কুকি জনজাতির কোনও বিধায়ক ইম্ফলে পা রাখতে পারলেও তাঁদের বিধানসভায় নিয়ে যেতে সরকার ভরসা পায়নি। বিজেপি সরকার বিধানসভায় এমএলএদের আস্থা ভোট চাইলেও নিজেদের প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর যে আস্থা রাখতে পারেনি এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুকি-জো এলাকা থেকে নির্বাচিত ১০ বিধায়কের মধ্যে মাত্র তিনজনের উপস্থিতি কিন্তু সরকারের প্রতি জনজাতিদের আস্থার প্রমাণ দিল না। দেখা গেল ওই দিনই চুড়াচাঁদপুর এবং কাংপোকপি সহ একাধিক পাহাড়ি জেলায় প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কুকি জো উপজাতির সাতটি সংগঠনের মিলিত ফোরাম সরকারকে সমর্থন জানানো তিন বিজেপি এমএলএকে সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়েছে। জনজাতি এলাকায় পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি নিয়ে লড়ছে এই ফোরাম। এই এমএলএদের কাজকে তারা জনজাতিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করেছে। তিন এমএলএ-র কুশপুতুল পুড়েছে পাহাড়ি এলাকার নানা জায়গায়। ইতিমধ্যে জানা গেছে নতুন করে নানা জায়গায় বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও নাগা ও কুকিদের মধ্যে কিছু জায়গায় সংঘর্ষের সংবাদ এসেছে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষ অবসানের চেষ্টা সরকার করেনি

মণিপুরের বর্তমান সংঘর্ষ শুরু হয়ছে মেইতেই জনগোষ্ঠীকে 'সিডিউলড ট্রাইব' বা 'এসটি' হিসাবে গণ্য করার জন্য হাইকোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে। এই রায়ের ফলে কুকি নাগা জনজাতিদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দেয় মেইতেইরা এসটি তালিকাভুক্ত হলে এমনিতেই সংকুচিত শিক্ষা, কাজের বাজারে সংরক্ষিত আসনের দাবিদার বেড়ে যাবে। যদিও রায়ের পর সংঘর্ষ শুরুর আগে সরকার এক মাসের বেশি সময় পেয়েছিল জনজাতিদের ক্ষোভ প্রশমনে পদক্ষেপ করার। কিন্তু তারা কিছুই করেনি। সুপ্রিম কোর্টেও প্রশ্ন উঠেছিল, হাইকোর্ট তার এক্তিয়ার বহির্ভূত রায় দিচ্ছে দেখেও রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা তা তুলে ধরলেন না কেন? বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা না চাইলে এ কাজ হতে পারত? তীব্র জাতিগত গোষ্ঠীসংঘর্ষে প্রায় ২৫০ মানুষের প্রাণ গেছে। আহত কয়েক হাজার। ৬০ হাজার মানুষ গৃহহারা হয়ে শরণার্থী শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন। ইম্ফল উপত্যকায় বসবাসকারী মেইতেইদের সাথে পাহাড়ি এলাকার কুকি-জো, জোমি, হমার ইত্যাদি আদিবাসীদের বৈরিতা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর এলাকাতে গেলেই প্রাণ হারানোর আশঙ্কা থাকে। ইম্ফলে অবস্থিত সরকারকে পাহাড়ের আদিবাসী জনগণ মেইতেইদের সরকার বলে মনে করে। অন্য দিকে বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরাও অধিকাংশই তাই মনে করেন। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংও নিজেকে মেইতেইদের মুখ্যমন্ত্রী বলতে ভালবাসতেন। প্রশাসন ও সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট এই আচরণ সমস্যাকে জটিল করছে। মণিপুরের মতো রাজ্যে যেখানে দীর্ঘকাল ধরে জাতি-গোষ্ঠীগত বৈরিতার ইতিহাস আছে, সেখানে যে উদারতা, বিচক্ষণতা ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠীগত বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে গোটা বিষয়টাকে বিচার করা দরকার তা স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে বিজেপি কেউই করেনি। ইম্ফল উপত্যকায় বসবাসকারী মেইতেই জনগোষ্ঠী মণিপুরের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫৩ শতাংশ। ৬০ আসনের বিধানসভায় তারাই ৪০ জন। কংগ্রেস এক সময় সরকারি ক্ষমতার গদি দখল করতে ভোটের জন্য এদের ত্রাতা সাজতে চেয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে রাজন্য শাসিত রাজ্য হিসাবে মণিপুর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোতের বাইরে ছিল। ১৯৪৯-এ তার ভারতভুক্তি ঘটে। মণিপুরের মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে সামনে রেখে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ৩৭১-সি ধারা যোগ করা হয়। এই ধারায় রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলের বিষয়ে বিশেষ কমিটি গঠনের কথা এবং ওই রাজ্যের মানুষের জন্য বিশেষ কিছু অধিকার ছিল। এই ধারাকে যথাযথ প্রয়োগ করে মণিপুরের সব অংশের মানুষের আস্থা অর্জন করা ছিল জরুরি। পাহাড় এবং উপত্যকা উভয় এলাকাতেই অনুন্নয়ন থাকলেও পাহাড়ে স্বাভাবিক ভাবেই সমস্যা বেশি, কৃষিকাজ, রোজগারের সুযোগও উপত্যকার তুলনায় পাহাড়ে কম। ফলে সব অংশের মানুষের কর্মসংস্থান, রাজ্যে শিল্প গড়ার চেষ্টা, কৃষিকে লাভজনক করা, মানুষের রোজগার বাড়ানো, দারিদ্র দূর করা ইত্যাদির জন্য জনমুখী

সাতের পাতায় দেখুন

সফল ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী করার ডাক

ধর্মঘট সমর্থকদের পিকেটিং। ভদোদরা, গুজরাট

ধর্মঘটের সমর্থনে আশাকর্মীদের মিছিল মধ্যপ্রদেশে

নদিয়ার কল্যাণীতে ব্যাঙ্কের সামনে পিকেটিং

সিকিমে রঙ্গিতনগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে কর্মীদের পিকেটিং

১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় রাজ্যে শিল্প ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল এআইইউটিইউসি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও স্বতন্ত্র জাতীয় ফেডারেশন সমূহ। এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে পথে নেমেছিল সংযুক্ত কিসান মোর্চা।

ধর্মঘট সমর্থনে কলকাতায় এআইইউটিইউসি-র মিছিল

ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির গেটে ধর্মঘটের প্রচার। উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত ক্ষেত্রে চটকল, চা বাগানের শ্রমিক সহ ব্যাঙ্ক, বন্দর, কয়লা, ইস্পাত, পাথর খাদান, অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিড়ি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, হকার, মোটরভ্যান-টোটো ও বাইক ট্যাক্সি চালক সহ আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মী, পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। কৃষক-খেতমজুর সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এই ধর্মঘট সফল করেছেন। এই ধর্মঘট সফল করার জন্য এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস শ্রমজীবী মানুষকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক সার্কুলারকে উপেক্ষা করে বহু কর্মচারী ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন।

ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাঙ্কে প্রচার করার সময় আলিপুরদুয়ার শহরে এআইইউটিইউসি কর্মী প্রাণেশ রায় এবং ফালাকাটায় উকিল ভূইমালী ও কাকলি মহন্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য জেলাতেও ধর্মঘটকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই দিন সকালে ধর্মঘটের সমর্থনে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে মৌলালি মোড় থেকে ধর্মতলা হয়ে মৌলালি পর্যন্ত একটি মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, সহসভাপতি নন্দ পাত্র, শান্তি ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনান ও উলুবেড়িয়ায় এ আই ইউ টি ইউ সি-র উদ্যোগে সমস্ত ব্যাঙ্ক পিকেটিং করে বন্ধ করা হয়। চেঙ্গাইলে ল্যাডলো জুট মিলে পিকেটিং করা হয়।

হাওড়া গ্রামীণ জেলার সমস্ত জুট মিল ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। ওই দিন উত্তর ২৪ পরগণায় ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি গেটে যৌথ কর্মসূচি পালন করা হয়। এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ব্যারাকপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক দেবাশীষ ব্যানার্জী।

এআইইউটিইউসি এবং এআইপিএফ অনুমোদিত ঠিকাকর্মী ইউনিয়নের বিক্ষোভ মিছিল মণিপুরের লোকতাক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে

অভিনন্দন এআইইউটিইউসি-র

একের পাতার পর

আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটি। বিভিন্ন রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বেশ কয়েকজন নেতা সহ গ্রেফতার হওয়া ধর্মঘটীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেছে সংগঠন।

শ্রম কোড বাতিল করে শ্রমিকদের বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে অর্জিত ২৯টি শ্রম আইন ফিরিয়ে আনার দাবিতে ডাকা এই ধর্মঘট দেশের সাধারণ মানুষ যে ভাবে সমর্থন করেছেন, তাকে মর্যাদা দিয়ে সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি এই দাবি অবিলম্বে মেনে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছে। যতদিন না সরকার নির্মম শ্রম কোডগুলি বাতিল করছে, ততদিন পর্যন্ত শ্রমজীবী জনসাধারণকে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ও তাকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানাচ্ছে এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটি।

অভিনন্দন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের

১২ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে ধর্মঘট সম্পর্কে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস বলেন, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ৪টি শ্রমকোড, পুনরায় ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা এবং সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ বাতিল প্রভৃতি দাবিতে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম আহুত ১২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়েছে। সে কারণে তিনি ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকদের অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, এই ধর্মঘটে ব্যাঙ্ক শিল্পের ভূমিকা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। সরকার দাবি পূরণের প্রশ্নে উদাসীন থাকলে আগামীতে ব্যাঙ্কে কর্মরত সমস্ত ধরনের কর্মী, ব্যাঙ্ক গ্রাহক এবং শ্রমজীবীদের নিয়ে তিনি আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রাজ্য বাজেটে শিক্ষা গুরুত্বহীন ঃ বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

এবারের রাজ্য বাজেটে শিক্ষাখাতে মাত্র ৭৫.৮৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে কিছুই নয়। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, গত তিন বছরের বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, স্কুলে ২ বছরে ৭ লক্ষ ছাত্রসংখ্যা কমে গেছে।

এর অন্যতম কারণ মান্ধাতা আমলের পরিকাঠামো, শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক না থাকা, প্রাথমিকে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ না করে শিক্ষকদের দিয়ে সারা বছর শিক্ষাদান বহির্ভূত কাজ করানো, নিম্নমানের মিড-ডে মিল ইত্যাদি। বাজেটে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কোনও দিশা নেই।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৫০ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ৭৫ শতাংশ স্কুলের কম্পোজিট গ্রান্ট বাকি। টাকার অভাবে চক ডাস্টার কেনাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করা হলেও ঘরের অভাবে বহু স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণি বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে সমিতি বলেছে, সরকার কেবলমাত্র ভোটের দিকে তাকিয়ে বাজেট করেছে তাদের কাছে শিক্ষার কোনও গুরুত্ব নেই।

শ্রীলঙ্কায় দক্ষিণ এশীয় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির সম্মেলন

এআইডিএসও এবং শ্রীলঙ্কার বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আরএসইউ-এর যৌথ উদ্যোগে ২৮-৩০ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে আয়োজিত হয় দক্ষিণ এশীয় ছাত্র সম্মেলন।

প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে এসএসএফ, নেপাল থেকে এএনএসইউ(এস), এএনএনআইএসইউ (আর) ও এসএসএসইউএন, পাকিস্তান থেকে এনএসএফ, শ্রীলঙ্কা থেকে আরএসইউ এবং ভারত থেকে এআইডিএসও ও এআইএসএফ অংশগ্রহণ করে। এআইডিএসও-র প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক (আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক), কমরেড অজয় কামাথ (যুগ্ম সম্পাদক) এবং সুগুবালা (কার্যকরী কমিটির সদস্য)।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশন পর্বে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলির পরিচিতি, বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় এবং সাম্রাজ্যবাদের অধীনে শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা ও প্রতিরোধ বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির রূপরেখা নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি ঘোষণাপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ‘ঘোষণাপত্র অধিবেশন’ অনুষ্ঠিত হয়, যা ‘কলম্বো ঘোষণাপত্র’ নামে গৃহীত হয়। এইঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, শিক্ষার জন্য সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মানবতার সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ঘোষণাপত্রে দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্রসমাজ ও নিপীড়িত জনসাধারণকে ঐক্যের অভিন্ন স্লোগানের অধীনে একত্রিত হয়ে এই শক্তিগুলিকে পরাজিত করার এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি শিক্ষা, মানবতা ও মানবসভ্যতাকে রক্ষার লক্ষ্যে সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তুলবে। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন নিয়ে পারস্পরিক চিন্তাভাবনা ও মতামত বিনিময়ের উদ্যোগ এবং প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনকে সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। কলম্বো ঘোষণা সেই প্রচেষ্টারই সূচনা, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ বাম ছাত্র মঞ্চ গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এআইডিএসও-র প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সংগঠনের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক জানান, দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে আটটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের এই ঐক্য ‘কলম্বো ঘোষণাপত্র’র ভিত্তিতে ক্রমাগত বিস্তৃত হবে। একদিকে যেমন উল্লেখিত দেশগুলির অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হবে। অন্য দিকে দক্ষিণ এশিয়ার সীমা ছাড়িয়ে এই উদ্যোগ আরও বিস্তৃত হবে।

গণতন্ত্রের ছন্দোময় অভিব্যক্তি!

দেশের অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বাজেট বক্তৃতা যাহারা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের আপ্লুত না হইয়া উপায় নাই। কারণ, ছত্রে ছত্রে সরকার দেশকে কীভাবে অগ্রগামী করিতেছে ও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির দর্শিত পথে আগামী দিনে জনগণ কী কী ভাবে উপকৃত হইবে, সে প্রতিশ্রুতির বিস্তৃত বহর দেখিলে রামগড়ুরের ছানাও আর না হাসিয়া পারিবে না। যেমন সরকার পক্ষের সমস্ত সদস্যরা দেড় ঘণ্টা অর্থমন্ত্রীর প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের সহিত টেবিল থাপড়াইয়া গেলেন।

কেহ ভাবিতে পারেন তাঁহাদের বোধহয় অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা রহিয়াছে! কিন্তু দেখা গেল সদস্যগণ আড়চোখে প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকাইয়া আছেন। উনি যখনই বেঞ্চিতে চাপড় মারিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে পারিষদবর্গ দ্বিগুণ উৎসাহে টেবিল বাজাইয়া তাহাদের বিশেষ আনুগত্যের স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতেছেন। গণতন্ত্রের কি ছন্দোময় অভিব্যক্তি! বক্তৃতায় যে প্রতিশ্রুতির আধিক্যর সহিত কোনও রূপ পরিসংখ্যানের সাক্ষাৎ মিলিল না, এই সমস্ত মান্যবরেরা সে বিষয়ের ধার ধারিলেন না। জনৈক সরকারি নেতা বলিয়াছেন, হিন্দুত্ববাদী সরকার মানুষকে এ যাবৎ যা যা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছে, জিএসটি কমাইয়া দামে সুবিধা আনিয়া দিয়াছে, ইনকাম ট্যাক্সের পরিমাণে ছুট দিয়া হাতে কাঁচা পয়সার সংস্থান করিয়া দিয়াছে, তারপর আর কিছুই দাবি করার থাকে না।

সত্যিই তাই! সম্ভবত আগামী বাজেটে সরকার ঘোষণা করিবে— ১) কর্মহীন ব্যক্তিদের কোনও আয়কর দিতে হইবে না, ২) গৃহহীনদের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি কর এবং জলের উপর কর দিতে হইবে না, ৩) যাহাদের কোনও গাড়ি বা মোটরবাইক নাই, তাহাদের জন্য পেট্রল ফ্রি, ৪) সাইকেল আরোহীদের টোল ট্যাক্স বা রোড ট্যাক্স দিতে হইবে না, ৫) নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তানদের শিক্ষা বিনামূল্যে হইবে, ৬) শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর জিএসটি ধার্য হইবে না, ৭) শববেদির উপরও জিএসটি লাগিবে না, ৮) আপনার বাড়ির ওপর যে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়, তাহা করমুক্ত হইবে, ৯) ব্যাঙ্কে আপনার কোনও টাকা না থাকিলে অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট আনার জন্য কোনও রূপ পরিষেবা কর দিতে হইবে না। এমন অপূর্ব বিকাশের অপেক্ষাতেই কি আগামী একটি বছর ভারতবাসীর দিন কাটিবে!

মেদিনীপুরে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা

১৫ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মেদিনীপুর শহরে সর্বনাশা স্বাস্থ্যনীতি, সীমাহীন দুর্নীতি, অভয়া কাণ্ড, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, ‘হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন’ গড়ে ওঠার ইতিহাস, প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মীদের কর্তব্য বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ জন সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি, স্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাক্তার বিশ্বনাথ পড়িয়া। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতা ডাক্তার প্রাণতোষ মাইতি ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী পঙ্কজ পাত্র এবং দীপক বসু। উপস্থিত প্রতিনিধিরা বর্তমান জনস্বাস্থ্যের সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা থেকে আগামী দিনে জেলায় জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্প্রতি অন্তর্বর্তী রাজ্য বাজেট ঘোষিত হয়েছে। এই বাজেটে পূর্ব মেদিনীপুরের একমাত্র মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় জেলাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার কিংবা স্কুল-কলেজের সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে রাজ্যের প্রথম দুয়েকটি জেলার মধ্যে এগিয়ে থাকা পূর্ব মেদিনীপুর ফের বঞ্চিত। ২০১৮ সাল পর্যন্ত জেলার হাজার হাজার স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা দূরের জেলায় যেতে হত। সে ক্ষেত্রে ভাল রেজাল্ট করা সত্ত্বেও দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় ইতি টানতে বাধ্য হত। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দাবি জানানো হয়েছিল। অবশেষে ২০১৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য তৎকালীন ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মহিষাদলের কাপাসএড্যার বামুনিয়া মৌজায় এইচ ডি এ-র ২০ একর জায়গা বরাদ্দ হয়। ২০২১ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং পাশাপাশি ইউজিসি-র অনুমোদন নিয়ে মহিষাদল রাজ কলেজের বিল্ডিংয়ে ল্যাবরেটরি বিহীন বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো শুরু হয়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচিল ও প্রধান বিল্ডিংয়ের ভিত নির্মাণের পর সাত বছর কেটে গেলেও নতুন করে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ বিশ বাঁও জলে। সেই সময় এআইডিএসও-র প্রচেষ্টায় জেলার ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক, শিক্ষানুরাগী মানুষকে যুক্ত করে শিক্ষা কনভেনশনের মধ্য দিয়ে ‘মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি’ গড়ে ওঠে।

ওই কমিটি জেলা জুড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ, মিছিল, ডেপুটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নির্মাণ করে পূর্ণাঙ্গ পঠন-পাঠন চালুর জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসন ও ইউজিসির চেয়ারম্যানের কাছে বারবার আর্জি জানায়। বর্তমানে ছাত্র আন্দোলনের চাপে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন, সায়েন্স, আর্টস ও কমার্সের প্রতিটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু, বিষয়ভিত্তিক স্থায়ী অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি তৈরির বিষয়ে আন্দোলনকারীদের একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করেননি উপাচার্য থেকে শিক্ষা প্রশাসন।

মহিষাদল রাজ কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দ্বন্দ্ব বর্তমানে প্রকট। গত ১৪ জানুয়ারি তালাবন্ধ কলেজ গেটের বাইরে উপাচার্যসহ ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। প্রায়শই স্নাতকোত্তরের মাত্র চারটি সাবজেক্টেও ক্লাসরুম ও স্থায়ী শিক্ষকের অভাবে ক্লাস হয় না। যতটুকু পঠন-পাঠন চলছে তা প্যারাটিচার দিয়ে। তাদেরও মাসকাবারি বেতন নেই। সিলেবাস শেষ, পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ছাত্রসংখ্যা তলানিতে। একদা তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী ও দলের সাংসদ তথা এইচডি-এর চেয়ারম্যান বর্তমানে বিরোধী দলনেতা। তিনিও এ ব্যাপারে কী উদ্যোগ নিচ্ছেন কারও জানা নেই। প্রশ্ন উঠছে মুখ্যমন্ত্রী কি প্রতিশোধ পরায়ণতা থেকেই বিগত সাত বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে কানাকড়িও বরাদ্দ করলেন না? জেলার উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে আর একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এ বারের বাজেটেও নীরব থাকলেন। এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদিকা নিরুপমা বক্সী এক বিবৃতিতে বলেন, সংকীর্ণ রাজনৈতিক তরজার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থবরাদ্দ না হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে এআইডিএসও।

পাঠকের মতামত

কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে সুন্দরবনের জন্য বরাদ্দ বঞ্চনাই

সুন্দরবন শুধু একটি বন বা জৈব বৈচিত্র্যময় অঞ্চল নয়, এটি প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষের জীবিকা, নিরাপত্তা ও আর্থিক ভরসাস্থল। কিন্তু সদ্য ঘোষিত কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে সুন্দরবন-সম্পর্কিত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় মুনাফাকেন্দ্রিক উন্নয়ন ও বড় প্রকল্প অগ্রাধিকার পাচ্ছে, অথচ মানুষের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা প্রশ্নে যথেষ্ট ঘাটতি রয়ে গেছে। ২০২৫-২৬ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেটে বন ও সুন্দরবন বিষয়ক বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রায় ১,০৯১.১১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৬৩১.৫৫ কোটি সুন্দরবন বিষয়ক প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়নে নির্ধারিত। সরকারের ভাতা, অনুদান নির্ভর বিপুল বাজেটের তুলনায় সুন্দরবনের ঝুঁকি-নির্ভর বিশেষ প্রয়োজনের জন্য বরাদ্দের অনুপাত অত্যন্ত সীমিত। প্রশ্ন ওঠে, এটি কি সত্যিই জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের অগ্রাধিকার প্রতিফলিত করে?

অন্য দিকে কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের মোট বরাদ্দ প্রায় ৩,৪১৩ কোটি টাকা। সমগ্র দেশের পরিবেশ সুরক্ষার এই সীমিত বরাদ্দের ভেতরে সুন্দরবনের মতো অতিসংবেদনশীল অঞ্চলের জন্য পৃথক বৃহৎ প্রকল্পের জায়গা কতটুকু? বাস্তবতা বলছে, উপকূল সুরক্ষা ও বৈজ্ঞানিক বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সরাসরি আর্থিক ভূমিকা খুবই সীমিত।

এই আর্থিক বাস্তবতার বিপরীতে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক অবদান বিশাল। সরকারি নথি ও ক্ষেত্রসমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় ১০,৫০০-এর বেশি ফিশিং ট্রলার নিয়মিত সমুদ্রে যায়। প্রতিটি ট্রলার গড়ে ২০০ লিটার ডিজেল ব্যবহার করে। অর্থাৎ দিনে প্রায় ২১ লক্ষ লিটার জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক ও ভ্যাট মিলিয়ে প্রতি লিটারে উল্লেখযোগ্য কর আদায় হয়, যা বছরে কয়েকশো কোটি টাকার রাজস্বে পৌঁছায়।

কিন্তু শুধু জ্বালানি নয়, সুন্দরবনের অর্থনীতি থেকে সরকার রাজস্ব পায় নানা পথে। সামুদ্রিক মাছ ও কাঁকড়া রপ্তানিতে জিএসটি ও শুল্ক, বনজ সম্পদ ও মধু সংগ্রহে লাইসেন্স ফি, পর্যটন খাতে প্রবেশমূল্য, লজ, পরিবহণ ও পরিষেবা কর, নৌপরিবহণ ও ফেরিঘাট সংক্রান্ত রাজস্ব, বাজার, পাইকারি বিপণন ও পরিবহন শুল্ক অর্থাৎ সুন্দরবন কেবল ভর্তুকি-নির্ভর অঞ্চল নয়, এটি একটি রাজস্ব উৎপাদক অর্থনৈতিক অঞ্চল। কিন্তু এই রাজস্বের কতটা সুন্দরবনের উপকূল সুরক্ষা, স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ বা ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধারে পুনর্বিনিয়োগ হয় তার স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হিসাব জনগণের সামনে নেই।

পরিবেশগত দিক থেকেও সংকট তীব্র। গত দুই দশকে প্রায় ১১০ বর্গ কিলোমিটার ম্যানগ্রোভ বনভূমি হারিয়ে গেছে। সমুদ্রস্তর বছরে গড়ে ৩-৪ মিলিমিটার হারে বাড়ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক-সমর্থিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, সুন্দরবনে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যজনিত ক্ষতির আর্থিক মূল্য প্রতি বছর প্রায় ১,২৯০ কোটি। অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতির অঙ্কই হাজার কোটির ঘরে।

এই পরিস্থিতিতে টুকরো প্রকল্প বা সাময়িক মেরামতি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন বহুবর্ষীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ উপকূল সুরক্ষা পরিকল্পনা। কিন্তু বর্তমান বাজেট কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বন্দর, করিডর, লজিস্টিক পরিকাঠামোতে বিনিয়োগের তুলনায় মানুষের বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষায় বরাদ্দ অনেক কম।

এটি কেবল প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, এটি নীতিগত প্রশ্ন। যেখানে মুনাফা অগ্রাধিকার পায়, সেখানে প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা পিছিয়ে পড়ে। সুন্দরবনের মানুষ তাই বারবার ঝড়ে ঘর হারায়, নদীভাঙনে জমি হারায়, আর পরে পায় সাময়িক ত্রাণ ভিক্ষা, স্থায়ী সুরক্ষার দাবি অধরা থেকে যায়।

সুন্দরবনের জন্য জরুরি— পৃথক ও বহুবর্ষীয় উপকূল সুরক্ষা তহবিল গঠন, সুন্দরবন থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি, মৎস্য ও পর্যটন রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ আইনত পুনর্বিনিয়োগের ব্যবস্থা, বিজ্ঞানসম্মত বাঁধ নির্মাণ ও ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধারে কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ পরিকল্পনা, মৎস্য ও কৃষিভিত্তিক সরকারি-সমবায় শিল্প গড়ে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বাজেট বাস্তবায়নে সামাজিক নিরীক্ষা ও পূর্ণ স্বচ্ছতা। সুন্দরবন অনুদানের পাত্র নয়, অধিকার ও ন্যায্য অংশীদারিত্বের প্রশ্ন। যে অঞ্চল রাজস্ব দেয়, সেই অঞ্চল নিরাপত্তা পাবে, এটাই ন্যায়ের ভিত্তি। মুনাফার বাজেট নয়, মানুষের বাজেট চাই। ত্রাণ নয়, স্থায়ী সুরক্ষা চাই। সুন্দরবন বাঁচলে ভবিষ্যৎ বাঁচবে।

সুজিত পাত্র,
পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

শ্রমিকের জীবন বাজি রেখে বাড়ছে মুনাফা

প্রজাতন্ত্র দিবসে কলকাতায় নাজিরাবাদে ২৭ জন শ্রমিকের জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর আগেও দেশ জুড়ে নানা দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু ঘটেছে এই বছরেই। ৮ জানুয়ারি কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলায় চিনির কারখানায় বয়লার ফেটে মারা যান ৭ জন শ্রমিক। ১৩ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের বারাউনে প্রচণ্ড শীত থেকে বাঁচতে বদ্ধ ঘরে উনুন জ্বালিয়ে দম আটকে প্রাণ হারান তিন জন গার্ড। ১৫ জানুয়ারি ঘাটশিলার পাওয়ার প্ল্যান্টে লিফট বিকল হয়ে চিমনি থেকে পড়ে মারা যান ২ জন শ্রমিক।

ভারত জুড়ে প্রতি বছরই শিল্প কারখানায় নানা কারণে দুর্ঘটনা ও শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেই চলেছে। প্রায় ৪০ বছর আগে, ভোপাল ইউনিয়ন কার্বাইড ফ্যাক্টরি থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের ফলে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়। হাজার হাজার মানুষ চিরতরে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। তার পরেও এ ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২০২০ সালে ভাইজাগে এক শিল্প এলাকায় বিষাক্ত গ্যাস লিক হয়ে আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ১২ জনের মৃত্যু হয়, কয়েকশো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮-২০২০ সালের মধ্যে রেজিস্টার্ড কারখানাগুলিতে ৩৩০০ শ্রমিক এই ধরনের বিপর্যয়ের কবলে মারা গেছেন, যদিও বাস্তবে সংখ্যাটা আরও বেশি। ২০২৪ সালে ফ্যাক্টরি এলাকায় বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গমন, আগুন লাগা, বিস্ফোরণ হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিপর্যয়ে মৃত্যু হয় আনুমানিক ৪০০-র বেশি শ্রমিকের। গত ২০২৫ এ তেলেঙ্গানায় কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ, মহারাষ্ট্রের বহু কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। কারখানাগুলোয় বিপজ্জনক সামগ্রী যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে না। অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলেও কারখানা চালানোর ছাড়পত্র দিয়ে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। আর বহু কারখানা চলছে কোনও ছাড়পত্র ছাড়াই। দিল্লি এনসিআর-এর অন্তর্গত শিল্পাঞ্চল যা দিল্লি সহ হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান-এর বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত অসংখ্য অবৈধ কারখানা ও গোডাউনে পরিপূর্ণ, সেখানে বহু দিন ধরেই বারবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহেই দিল্লির সফদারগঞ্জে এক কারখানায় আগুন লাগে। গুজরাটেও শিল্পাঞ্চলে বারবার এ রকম গুদাম ও লজিস্টিকস হাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই সব শিল্পপতিদের ঘনিষ্ঠ সরকার। সরকারের প্রশ্রয়ে মুনাফার অতিবৃদ্ধির লক্ষ্য থেকে নিরাপত্তা খাতে ব্যয়কে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে মালিকশ্রেণি। তামিলনাড়ুতে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা স্রেরাইল গ্রুপ সহ বহু সংস্থা দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ নিয়ন্ত্রণ না করে যথেচ্ছ ভাবে পরিবেশে মিশিয়ে দিচ্ছে মানুষের জীবনের সমূহ ক্ষতির কোনও তোয়াক্কা না করেই।

এক দিকে যেমন শিল্পাঞ্চলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, অন্য দিকে শ্রমিকদের জীবনে রয়েছে চাকরির ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। স্থায়ীভাবে কর্মী নিয়োগ করলে মালিকের অতি মুনাফার অঙ্ক একটু কমবে— এই কারণে সর্বত্র চলছে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ। যেখানে কর্মচারীদের প্রতি নিয়োগকর্তার কোনও দায়বদ্ধতা নেই। চরম বেকারত্বের বাজারে মালিকশ্রেণির চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত অন্যায় শর্ত মেনে নিতে হচ্ছে শ্রমিকদের— সামান্য কিছু উপার্জনের স্বার্থে। মালিক শ্রেণিকে সুবিধা করে দিতে সরকার নিয়ে এসেছে নতুন শ্রম আইন।

ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট, ১৯৪৮ অনুযায়ী কারখানা বা গুদামে অগ্নি নির্বাপন সহ অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ব্যবহৃত প্রত্যেক মেশিন পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত নির্দেশিকা ছিল। সেই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মালিকপক্ষ সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে হেঁটেছে। শ্রমিক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। এরপরও শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা, চাকরির নিরাপত্তাকে আরও অনিশ্চিত করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। ফ্যাক্টরি পরিচালনার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকার বদলে শুধুমাত্র সাধারণ কিছু কথার উল্লেখ করে, উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না রাখলেও মালিকের আইনি নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সরকার।

কাজেই মুনাফাসর্বস্ব এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সঠিক রাজনীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া ছাড়া শ্রমিকের আত্মরক্ষার কোনও পথ খোলা নেই।

সৌম্যকান্তি ভট্টাচার্য, কলকাতা

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেট

একের পাতার পর

ভাবে পড়বে।

উপরন্তু এই বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে বায়োফার্মা প্রস্তুতকারক সংস্থার জন্য যা আগামী ৫ বছর ধরে খরচ করা হবে। অত্যাবশ্যকীয় ও জরুরি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিপুল ঘাটতি পূরণ দূরের কথা, চলমান স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই বাজেট কোনও দিশা দেখাতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে বলা হয়েছিল, ২০২৫-এর মধ্যে স্বাস্থ্য বাজেটে জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে। ভোর কমিটির সুপারিশে রয়েছে স্বাস্থ্যখাতে জিডিপি-র ন্যূনতম ৫ শতাংশ খরচ করতে হবে। কিন্তু এ বছর বরাদ্দ করা হয়েছে জিডিপি-র মাত্র ০.২২ শতাংশ। যা গতবারের থেকেও অনেক কম।

এই বাজেটে জেলা স্তরে ক্যান্সার চিকিৎসার পরিকাঠামো, ট্রমা কেয়ার সেন্টার, রোবোটিক সার্জারি, ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট, এআই বেসড ট্রিটমেন্ট, ব্লক স্তরে সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসার পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে। গত বছর বাজেটেও এর বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতিই ছিল। কিন্তু টাকার অভাবে কোথাও কোনও প্রতিশ্রুতিই পূরণ হয়নি। ক্যান্সারের বেশ কিছু ওষুধের উপর গত বছরও কাস্টমস ডিউটি ছাড় দেওয়া হয়েছিল। দাম কমেছে কতটা? আসলে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই সরকারের হাতে এখন আর নেই। এই বাজেটে নতুন নতুন পরিকাঠামোর কথা ঘোষণা হলেও, তার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও বাজেটই বরাদ্দ করা হয়নি।

এই বাজেটে ১ লক্ষ অ্যালায়েড হেলথ পার্সোনাল (এএইচপি) তৈরির কথা বলা হলেও তা কার্যত বেসরকারি প্রতিষ্ঠাননির্ভর করা হয়েছে।

বুনিয়াদি স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো ইতিমধ্যেই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে বহুলাংশে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বাজেটে এই সব খাতে বরাদ্দ না বাড়ানোর ফলে, বিগত বছরগুলির ঋণ মেটানোই দুষ্কর হয়ে পড়ছে। ফলে টাকার অভাবে এই সব অত্যন্ত জরুরি পরিষেবা যেমন মুখ থুবড়ে পড়ছে, সেই সুযোগে এই সব পরিষেবায় ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত করা হল।

সার্বিক ভাবে এই বাজেট এক দিকে যেমন মিথ্যা সংখ্যাতত্ত্বের ভারে জর্জরিত, যা মানুষের সাথে প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। তেমনই অপ্রতুল অর্থবরাদ্দের ফলে সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের আরও বেশি করে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছে।

মণিপুর ঃ সমস্যা-সংঘাত জিইয়ে রাখাই লক্ষ্য

তিনের পাতার পর

দৃষ্টি নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এর কোনও চেষ্টাই কংগ্রেস সরকার করেনি। বরং যখনই রাজ্যের জনগণ মুখ খুলেছে তাদের ওপর নামিয়ে এনেছে চরম দমন-পীড়ন। পাহাড় এবং উপত্যকার উভয় অংশের শোষিত মানুষকে তারা বুঝিয়েছে— অপর অংশের মানুষই তাদের সমস্যার জন্য দায়ী। এই ভাবে তারা দুই জনগোষ্ঠীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়েছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে সম্বল করে এবং কংগ্রেস ভাঙিয়েই বিজেপি ২০১৭-তে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে। বিজেপি সরকারের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী উভয়েই ছিলেন কংগ্রেস নেতা। খেমচাঁদ সিং আবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে ২০২২-এ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ক্ষমতার জন্য তিনি বিজেপিতে এসেছেন। বিজেপি ক্ষমতায় বসার জন্য নির্বাচনে পাহাড়ি জনজাতির মানুষের সমর্থন নিয়েছে। তাদের থেকে এমএলএ পেয়েছে, অথচ এই সমস্ত মানুষের দাবির সুষ্ঠু সমাধান, জনজাতিগত বিরোধ সমাধানে আলাপ আলোচনার রাস্তা খোলা, এর কোনওটি তারা করেনি। বরং তাদের আচরণে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত শক্তিশালী হয়েছে।

মায়ানমারে অশান্তির অছিলায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরে পাহাড়ে এবং বনাঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদেরও অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে তাদের স্বাভাবিক অধিকার দিতে অস্বীকার করছে। আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি অকেজো করে রেখে অধিকাংশ বনাঞ্চলকে 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ঘোষণা করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করতে অভিযান চালিয়েছে। এ সবের ফলে পাহাড়ি জনজাতিদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ ও ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

শাসকরা বিরোধ জিইয়ে রাখতে চায়

মণিপুর সহ দেশের নানা জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে নানা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে তাদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটাকে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ও তাদের তাঁবেদার শাসক দলগুলি। যেন এই জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়তেই আছে মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান! কখনও জনজাতিগত পরিচয়, কখনও ভাষা, কখনও ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে শাসকশ্রেণি বিরোধ তৈরি করে। ধর্ম-বর্ণ-জনজাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষের মূল সমস্যা যে একই রকম তা মানুষকে ভুলিয়ে দিয়ে শাসকরা শোষিত মানুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে অতীতে কংগ্রেস এই কাজ করেছে, বিজেপিও এখন সেটাই করছে। উত্তরপূর্বের নানা রাজ্যে তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গেও এখন এই কাজ বিজেপি, তৃণমূলের মতো দলগুলি করছে।

এই কারণেই মণিপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষ অবসানের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করার আবেদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে কুকি, মেইতেই সহ নানা জনগোষ্ঠীর মানুষ কথা বলতে চাইলেও তিনি মণিপুরের প্রায় কোনও প্রতিনিধি দলের সাথেই দিল্লিতে বসেও দেখা করেননি। তিনি গত আড়াই বছরে মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্য মণিপুরে যাওয়ার সময় পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে কাউকে সরানো বা বসানোর ক্ষেত্রে মণিপুরের মানুষের মতামত থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে নিজের দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামাল দেওয়া। তাই খেমচাঁদ সিংকে মুখ্যমন্ত্রী করার সময় অনেকটা যেন গোপন ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্যু-দেতার মতো করে সরকার গড়েছে তারা। দিল্লিতে সব ঠিক করে মন্ত্রীদের বিমানে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ইম্ফলে শপথ হয়েছে। যে কুকি-জো, বিধায়কদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নতুন অশান্তি হচ্ছে তাঁদের বিষয়ে পাহাড়ের জনজাতিদের কোনও মত নেওয়ার চেষ্টাও বিজেপি করেনি। জনজাতিদের যে সমস্ত সংগঠন আন্দোলন করছে তাদের সাথে সরকার আলোচনার দরজা খোলার চেষ্টাও করেনি। বিজেপি চাইলে রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে বিজেপির একান্ত অনুগত রাজ্যপাল এই চেষ্টা অবশ্যই করতেন!

এগিয়ে আসতে হবে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকেই

মণিপুরের মানুষ দেখছেন— ক্ষমতালোভী ধুরন্ধর গোষ্ঠীগুলির হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করে সমস্ত জনজাতির ঐক্যের স্বার্থে সরাসরি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে সরকার কিছুই করছে না। এই আস্থা অর্জন সামরিক বাহিনী বা পুলিশ দিয়ে হবে না। মানুষকে বুঝতে হবে, কোন গোষ্ঠী কোন ধরনের সংরক্ষণ পেল, কোন গোষ্ঠী তা পেল না তার জন্য পরস্পর লড়ে নিজেদের রক্তপাত করলে শোষিত মানুষেরই ক্ষতি। এতে সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য রোজগারের দাবিটাই পিছনে চলে যায়। সমস্ত শোষিত মানুষের একতার ভিত্তিতে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনস্বার্থে প্রশাসন পরিচালনা ইত্যাদি জনজীবনের মূল দাবি আদায়ে গণতান্ত্রিক লড়াইটাই রক্তাক্ত গোষ্ঠী সংঘর্ষ সমাধানের রাস্তা। কিন্তু শাসকদের জনমুখী এবং সম্পূর্ণ গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি যে আজ একেবারেই অনুপস্থিত, এই সত্যটা বহু রক্ত দিয়ে মণিপুরের মানুষকে বুঝতে হচ্ছে।

আজকের দিনে কোনও বুর্জোয়া রাজনীতির কারবারি তো বটেই এমনকি বামপন্থী নামধারী পেটিবুর্জোয়া রাজনীতির কারবারিদের মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মঞ্চ থেকে দাবি তুলতে হবে— সরকারকে নিশ্চিত ভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হবে শুধু নয়, তা মানুষের সামনে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে হবে। পুলিশ, আধা সেনা, সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের জোরেই শান্তি বজায় রাখার ভ্রান্ত পথ ছেড়ে সরকারকে গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দিতে হবে। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে নিরস্ত্র করার ক্ষেত্রে সরকারের তরফে সমস্ত পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করা সহ মিথ্যা অভিযোগে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করলে পুলিশ, সেনা সহ সরকারি অফিসারদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আর প্রয়োজন মণিপুরের মানুষের জীবনের জ্বলন্ত দাবিগুলির সমাধানে সরকারের পদক্ষেপ এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এর জন্য কাজে লাগানো।

কিন্তু আজকের দিনের বুর্জোয়া রাজনীতির বৈশিষ্ট্যই হল তারা মানুষকে নানা ভাগে ভাগ করে রেখে, পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে মানুষকে ব্যস্ত রাখে। যাতে সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবনের প্রকৃত সমস্যা ও তার কারণ নিয়ে ভাবতেই না পারে। তাই বিজেপি জলটা ঘোলা করেই রাখতে চাইছে, যাতে তার আখের গোছানোর, ক্ষমতা ধরে রাখার সুবিধা হয়। কোনও বুর্জোয়া রাজনীতির সুযোগসন্ধানী দল এই সমস্যার সমাধান করবে না। এগিয়ে আসতে হবে মণিপুর সহ সারা ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই, যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ওপর সমস্যা সমাধানে চাপ সৃষ্টি করা যায়।

জীবনাবসান

আসামে দলের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড পরিমল চক্রবর্তী ১০ ফেব্রুয়ারি শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ৮ ফেব্রুয়ারি প্রাতঃভ্রমণের সময় তিনি পথদুর্ঘটনায় আহত হন। করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে শিলচর মেডিকেল কলেজে আই সি ইউ-তে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

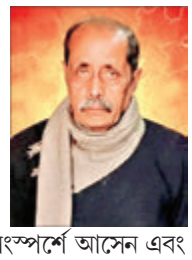

কমরেড পরিমল চক্রবর্তী ১৯৭০-এর দশকে ছাত্র অবস্থায় এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং দলের নির্দেশে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হন। ছাত্র জীবনের শেষে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দলের নীতি-আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী কালে তিনি দলের জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। করিমগঞ্জ জেলায় বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মাতৃভাষা সুরক্ষার আন্দোলন, ব্রডগেজ রেল লাইন সম্প্রসারণ, এনআরসি-র মাধ্যমে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সম্প্রতি করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন বিরোধী আন্দোলনে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এসআর-এর নামে সংখ্যালঘু জনগণের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। করিমগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলা, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে গড়ে তোলা শিক্ষাবিরোধী এনইপি ২০২০-র বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ জেলাভিত্তিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। এ ছাড়া নজরুল জন্মশতবর্ষে করিমগঞ্জে নজরুল মূর্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা এবং নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর-বীরাঙ্গনাদের জন্মজয়ন্তী এবং শহিদ দিবসে ছাত্র-যুবকদের যুক্ত করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজেও যুক্ত ছিলেন। সদাহাস্যময়, সহজ, সরল মনের কমরেড পরিমল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ নেতাকে হারাল।

কমরেড পরিমল চক্রবর্তী লাল সেলাম

কলকাতায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর বেহালা পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড বিমল মিত্র ফুসফুসের জটিল সংক্রমণ ও অন্যান্য বার্ধক্যজনিত রোগে বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর ১২ জানুয়ারি সকালে বেহালা নারায়ণ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। পঞ্চাশের দশকে লেক রোড অঞ্চলে থাকাকালীন কালচার ক্লাবের মাধ্যমে যুব বয়সে তিনি দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও পলিটবুরোর প্রয়াত সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীর সরাসরি সাহচর্যে তিনি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

দলের শিক্ষাকে যথাসাধ্য আয়ত্ত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি এমন কিছু চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি দলের মধ্যে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর কাছে, এমনকি এলাকার সাধারণ মানুষ— যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, সকলের কাছেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠেন।

কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর বেহালায় ফিরে এসে ওই অঞ্চলে তিনি দলের সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণে, মুখপত্র প্রচারে, বিভিন্ন দাবিতে— বিশেষ করে বিদ্যুতের সমস্যা সহ নানা নাগরিক সমস্যা সমাধানে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ গৃহবন্দি হওয়ার আগে পর্যন্ত অসুস্থতা ও বার্ধক্যের বাধাকে উপেক্ষা করেই তিনি দলের সমস্ত কর্মসূচি সাধ্যমতো রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বাড়ি দলের সমস্ত কর্মী-সমর্থকদের কাছে সর্বক্ষণ অবারিত থাকত। কয়েক বছর আগে তিনি নিজের বাড়িটি দলের কাছে দান করে যান। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নেতা-কর্মী-সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা প্রথমে হাসপাতালে, পরে তাঁর বাসভবনে ও বেহালা পার্টি অফিসে জড়ো হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

২৮ জানুয়ারি বেহালা গার্লস হাইস্কুলে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের কলকাতা জেলা ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। প্রধান বক্তা হিসাবে তাঁর চরিত্র ও সংগ্রামের অনুকরণীয় দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা জেলা সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অংশুমান রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তাঁর প্রয়াণে এলাকার মানুষ হারাল একজন প্রিয়জনকে ও দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠককে।

কমরেড বিমল মিত্র লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 28 Bengali Weekly February 20, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

শিলিগুড়িতে রাজনৈতিক ক্লাস

কমরেড শিবদাস ঘোষের 'অন্ধ অনুকরণ করে বিপ্লব করা যায় না' বইটি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির জিটিএস ক্লাব হলে রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন দলের পলিটবুরোর সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মৃদুল সরকার ও রাজ্য কমিটির সদস্য, দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবি

আসামের গোহপুরে রেললাইনের ধারে ১৮ জানুয়ারি কোচবিহার জেলার শীতলকুচির কুশামারির পরিযায়ী শ্রমিক হিমাঙ্কর পালের মৃতদেহ পড়ে থাকার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাভাষীদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যে প্রশাসনিক নিপীড়ন ও বিতাড়ন বেশ কিছুকাল ধরে চলছে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই গোহপুরের এই ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান। এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিক সহ অর্থনৈতিক ভাবে প্রান্তিক মানুষেরা।

তিনি বলেন, এ রাজ্যের সরকারও এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে না। পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন, সরকারি পরিচয়পত্র, লগ বুক সিস্টেম সুনিশ্চিত করলে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রশাসনিক হেনস্থা-হয়রানি বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব হত। সর্বোপরি, রাজ্যে উপযুক্ত ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান এবং অন্য রাজ্যের সাথে সমতা রেখে মজুরি সুনিশ্চিত হলে পরিবার পরিজন ফেলে রাজ্যের শ্রমিকদের এ ভাবে বাইরে যেতে হত না।

এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের দাবি— অবিলম্বে মৃত হিমাঙ্কর পাল সহ অন্যান্য মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের একজনের চাকরি ও ৫০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং আহতদের ক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এই ধরনের ঘটনায় জড়িত সকলকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে ভিন রাজ্যে কর্মরত বৈধ আধার-ভোটার-প্যান কার্ডধারী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে প্রশাসনিক নিপীড়ন-বিতাড়ন বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যথোপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হবে, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রেজিস্ট্রেশন, পরিচয়পত্র, লগবুক সিস্টেম, ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন সুনিশ্চিত করতে হবে, পরিযায়ী শ্রমিকদের এই রাজ্যে সম্মানজনক ও পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারার মতো উপযুক্ত মজুরির কাজ দিতে হবে, যতদিন তা দেওয়া সম্ভব না হয়, ততদিন কমপক্ষে মাসিক ২৫ হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে।

বরুণ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় কে পি ঘোষ মেমোরিয়াল হলে দ্বিতীয় বরুণ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 'সুটিয়া থেকে অভয়া— বরুণ বিশ্বাসে ও সংগ্রামে' শীর্ষক আলোচনা করেন ডাঃ অনিকেত মাহাতো। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি তপন কুমার সামন্ত, সহ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা ও অর্ক মালিক, সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের সভাপতি ননীগোপাল পোদ্দার এবং বরুণের সহকর্মী ও নাট্যব্যক্তিত্ব বিপ্লব নাহা বিশ্বাস প্রমুখ।

কলকাতায় প্যালেস্টাইন সংহতি উৎসব

প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েল-আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে এবং প্যালেস্টাইনের সংগ্রামী জনতার প্রতি সংহতি জানিয়ে ১০-১১ ফেব্রুয়ারি 'প্যালেস্টাইন সংহতি উৎসব' হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্যালেস্টাইন কোয়ালিশন'-এর উদ্যোগে। বিভিন্ন দেশের প্যালেস্টাইন সংহতি আন্দোলনের সংগঠকরা কর্মসূচির প্রতি সংহতি বার্তা পাঠিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল কাফি এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সরিফা খাতুন। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে নাটক, ফিল্ম স্ক্রিনিং ছাড়াও 'অলিভের রক্ত' শীর্ষক কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, কবি মৃদুল দাশগুপ্ত সহ বিশিষ্টজনেরা।

সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ির সঞ্চালনায় 'গাজা গণহত্যা ঃ কাদের হাতে রক্তের দাগ?' শীর্ষক আলোচনা করেন সাংবাদিক সুজন দত্ত ও সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য। প্রিয়ক মিত্রের সঞ্চালনায় 'দ্রোহ ও কবিতা ঃ প্রতিরোধ ও নৈঃশব্দে প্যালেস্টাইন' শীর্ষক আলোচনা করেন চিত্র সমালোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্য সমালোচক শুদ্ধব্রত দেব। 'হকের কথা' এবং 'প্রতিরোধের গান' পরিবেশনা করে সাম্পান, কোরাস ও বর্ণ অনন্য সঙ্গীতগোষ্ঠী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সোহিনী ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে কলকাতা, শহরতলি ছাড়াও বিভিন্ন জেলার সাধারণ মানুষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্মেলন

৭-৮ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর শহরের কে ডি কলেজে অনুষ্ঠিত হল মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন। ধর্মনিরপেক্ষতার আধারে মানবাধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে চার শতাধিক মানবাধিকার কর্মী উপস্থিত হয়েছিলেন।

৭ ফেব্রুয়ারি সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিডিআরএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে শ্রীধর (ছবি), মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, কেডি কলেজের অধ্যক্ষ দুলাল চন্দ্র দাস, সমাজকর্মী প্রবীণ আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকী, সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি নভেন্দু পাল, রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক।

সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন। উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী দীপক বসু, মেদিনীপুর জজ কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অরূপ ভার্মা, প্রবীণ আইনজীবী বিদ্যুৎ সিনহা, প্রাক্তন রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার অরূপ কুমার পাল, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তপন সেনগুপ্ত প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রাক্তন স্বাস্থ্য পরিদর্শক অজিত দাস।

৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশের আগে কেডি কলেজের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হয় মানবাধিকার সংক্রান্ত অ্যাকাডেমিক সেমিনার। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন, সহ সভাপতি গৌরাঙ্গ দেবনাথ, সহ সম্পাদক অধ্যাপক মঙ্গল নায়ক। প্রকাশ্য সমাবেশের পর শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। মানবাধিকার রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি শেষ অধিবেশনে প্রধান আলোচক ছিলেন সিপিডিআরএস-এর উপদেষ্টা সান্টু গুপ্ত। পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন থেকে প্রবীণ আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকীকে সভাপতি ও অধ্যাপক সৌম্য সেনকে কার্যকরী সভাপতি, রাজকুমার বসাককে সম্পাদক ও প্রদীপ দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে ২০৯ জনের নতুন রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com